E . Learning
Moule -5
Name : Subhash Chandra Mondal.
Designation : Asst. Professor.(Dept. of History)

বিষয় : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর ভারতে গণ-আন্দোলন ।

ভূমিকা :

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে অর্থাৎ, ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দের শেষে দিক থেকে স্বাধীনতা লাভের পূর্ব পর্যন্ত ভারতে বেশ কতকগুলি গণ-আন্দোলন সংগঠিত হয়। এ গুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল আজাদ হিন্দ বাহিনীর বীর সৈন্যদের বিচারের বিরুদ্ধে সংঘটিত গণ-আন্দোলন , নৌবিদ্রোহ, শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলন।

আজাদ হিন্দ বাহিনীর বিচার ও গণ-আন্দোলন :

রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধের অপরাধে বিচার :

আজাদ হিন্দ বাহিনী ব্রিটিশদের কাছে আত্মসমর্পণ করার পর তাঁদের বন্দি করে ভারতে পাঠানো হতে থাকে। ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দের ২৪ শে আগস্ট ব্রিটিশ সরকার ঘোষণা করে আজাদ হিন্দ বাহিনীর সৈন্যদের দিল্লির লালকেল্লায় সামরিক আদালতে 'রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ' করার অপরাধে প্রকাশ্যে বিচার করা হবে।

প্রবল প্রতিবাদ :

বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত সারা ভারত কংগ্রেস কমিটি যুদ্ধপরবর্তী প্রথম অধিবেশনে (২১-২৩ শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৫খ্রি.) আজাদ হিন্দ বাহিনীর বন্দি সৈন্যদের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে প্রস্তাব পাশ করা হয়। আজাদ হিন্দ বাহিনীর সৈন্যদের বিচার শুরু হলে (৫ই নভেম্বর, ১৯৪৫ খ্রি.) সারা দেশ জুড়ে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। কংগ্রেস সহ ভারতের ছোটো-বড়ো সমস্ত রাজনৈতিক দল তাদের মধ্যে সমস্ত মতপার্থক্য ভুলে আজাদ হিন্দ বাহিনীর সৈন্যদের মুক্তির দাবিতে সোচ্চার হয়ে ওঠে।

আজাদ হিন্দ সপ্তাহ পালন :

জওহরলাল নেহরু, তেজবাহাদুর সপ্রু, ভুলাভাই দেশাই প্রমুখ কংগ্রেস নেতারা আইনজীবীর ভূমিকা পালন করে সৈন্যদের পাশে দাঁড়ান। সারাদেশ জুড়ে ৫ই নভেম্বর থেকে ১২ ই নভেম্বর পালিত হয় 'আজাদ হিন্দ সপ্তাহ' এবং ১২ই নভেম্বর 'আজাদ হিন্দ দিবস' হিসাবে পালিত হয়। আসমুদ্রহিমাচল সারা ভারতব্যাপী প্রতিবাদ আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল স্তরের মানুষ এই আন্দোলনে যোগ দেয়। সারা দেশে বিভিন্ন সভা-সমিতি, মিছিল প্রভৃতির মাধ্যমে জনগণ প্রতিবাদ জানাতে থাকে।

ছাত্র আন্দোলন :

আজাদ হিন্দ বাহিনীর সৈন্যদের মুক্তির দাবিতে কলকাতার ছাত্রসমাজও এগিয়ে এসেছিল। ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দের ২১ শে তে ২৩ শে নভেম্বর সমস্ত রাজনৈতিক ভেদাভেধ দূরে সরিয়ে রেখে কংগ্রেস, মুসলিম লিগ ও কমিউনিস্টদের ছাত্র সংগঠনগুলি ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলনে সামিল হয়। ২১ শে নভেম্বর পুলিশ ছাত্রদের অবস্থানে গুলি চালালে দুজন ছাত্রের মৃত্যু হয়। পরের দুদিন ধরে শহর জুড়ে তীব্র আন্দোলন পরিচালিত হয়। অসংখ্য ব্যারিকেড তৈরি করে যানবাহন অচল করে দেওয়া হয়। বিভিন্ন জায়গায় অগ্নিসংযোগ করা হয়। পরিস্থিতি সামলাতে সৈনবাহিনী ডাকা হয়। এই ক'দিনের হাঙ্গামায় সরকারি হিসাবে ৩৩জন মৃত্যুবরণ করেন।

রসিদ আলি দিবস :

আজাদ হিন্দ বাহিনীর বীর সেনানি ক্যাপ্টেন রসিদ আলির সাত বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হলে ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের ১১ই থেকে ১৩ ই ফেব্রুয়ারি কলকাতায় পুনরায় ফেব্রুয়ারি মাসে ছাত্র ধর্মঘটের আহ্বান করে। অন্যান্য সকল ছাত্র সংগঠন এই ধর্মঘটে সামিল হয়। এইদিন ছাত্রদের মিছিলে পুলিশ গুলি চালায়। ১২ই ফেব্রুয়ারি ডাক দেওয়া হয় 'রসিদ আলি দিবস' পালনের । কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী শিল্পাঞ্চলে এইদিন ব্যাপক ধর্মঘট পালন করা হয়। এই দিন ওয়েলিংটন স্কোয়ারের এক বিশাল জনসভায় বিভিন্ন দলের জাতীয় নেতৃবৃন্দ ভাষণ দেন। সভা শেষে লক্ষাধিক মানুষের মিছিল ডালহৌসি স্কোয়ারের দিকে অগ্রসর হয়। মানুষের ভিড়ে কলকাতার প্রশাসন ভেঙে

পড়ার উপক্রম হলে সরকার সৈন্যবাহিনী তলব করে। পুলিশ ও সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে জনগণের প্রবল সঘর্ষ হয়। সরকারি হিসেবে এই তিনদিনে ৮৪ জন নিহত ও ৩০০ জন আহত হন।

শেষ পর্যন্ত প্রবল গণ-আন্দোলনের চাপে সরকার অভিযুক্ত আজাদ হিন্দ বাহিনীর বীর সৈনদ্যের সসম্মানে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়।

নৌবিদ্রোহ :

১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে বোম্বাইয়ের ভারতীয় নৌবাহিনীতে যে ব্যাপক বিদ্রোহ ঘটেছিল তা নৌবিদ্রোহ নামে পরিচিত। ক্রমে এই বিদ্রোহ ভারতের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়েছিল।

(১) কারণ :

ভারতীয় নৌবাহিনীর সেনাদের একই কাজে নিযুক্ত ইংরেজ সেনাদের থেকে নিকৃষ্ট মানের খাদ্য, নিম্ন হারে বেতন দেওয়া হত। এছাড়া কারণে অকারণে, অপমানজনক ও বৈষম্যমূলক ব্যবহার করা হত। নাবিকেরা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েও কোনো প্রতিকার পেত না।

(২) সূচনা :

এই পরিস্থিতিতে 'তলোয়ার' নামক নৌ-প্রশিক্ষণের এক জাহাজের ১৫০০ জন নাবিক 'অখাদ্য' গ্রহণে অস্বকীর করে অনশন শুরু করে (১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের ১৮ই ফেব্রুয়ারি)। তারা পরের দিন জাহাজ থেকে ইংল্যান্ডের পতাকা নামিয়ে সেখানে ত্রিবর্ণ জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে। ভারতের রাজকীয় নৌবাহিনীর নাম বদলে রাখা হয় 'ভারতীয় জাতীয় নৌবাহিনী'।

(৩) বিদ্রোহের বিস্তার :

ক্রমে এই বিদ্রোহ মাদ্রাজ, করাচি, কলকাতা, কোচিন, চট্টগ্রাম প্রভৃতি বন্দরে ছড়িয়ে পড়ে। বোম্বাই শহরে নাবিক ও জনতার মিছিলের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ বাঁধে। এদিকে বোম্বাইয়ের স্থলবাহিনী ব্রিটিশ নৌ-সেনাধ্যক্ষের আদেশ অমান্য করে বিদ্রোহী সেনাদের ওপর গুলি চালাতে আরাজি হয়। ২১ শে ফেব্রুয়ারি ইংরেজ সেনাবাহিনী বিদ্রোহীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লে দুপক্ষে তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়। বোম্বাইয়ের রাজপথ রক্তাক্ত হয়ে যায়। বিদ্রোহীদের সমর্থনে বোম্বাই ডকের শ্রমিকেরা এগিয়ে আসে। ২২ শে ফেব্রুয়ারি প্রায় দশ লক্ষ শ্রমিক এক স্বতঃস্ফূর্ত ধর্মঘটে যোগ দেয়। তাদের সঙ্গে বোম্বাইয়ের বন্দরেও বিদ্রোহী নৌ-সেনাদের সঙ্গে পুলিশের গুলি বিনিময় হয়। বোম্বাই, পুনা, মাদ্রাজ, আম্বালা প্রভৃতি স্থানের বিমানবাহিনীর পাইলট ও কর্মীরাও ধর্মঘট পালন করে। জব্বলপুর, কোলাবা প্রভৃতি স্থানে স্থলবাহিনী ধর্মঘটে সামিল হয়।

(৪) বিদ্রোহীদের আত্মসমর্পণ :

নৌবিদ্রোহে জাতীয় নেতারা বিদ্রোহীদের বিপক্ষে বক্তব্য পেশ করেন। এমতাবস্থায় ব্রিটিশ নৌ-সেনাধ্যক্ষ বোম্বাই ধ্বংসের হুমকি দিলে কংগ্রেস নেতা সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল বিদ্রোহীদের আত্মসমর্পণ করেত বললে বিদ্রোহীরা আত্মসমর্পণ করে। বিদ্রোহীরা বন্দি হলেও কংগ্রেসের হস্তক্ষেপে সরকার তাদেরকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়।

শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলন :

ভূমিকা :

এই সময়ের (১৯৪৫-৪৬ খ্রি.) মধ্যে কতকগুলি শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল। তবে এই আন্দোলনগুলি পরিচালিত হত মিল মালিক, জমিদার, জোতদার প্রভৃতিদের বিরুদ্ধে যারা ছিল ব্রিটিশ শাসনযন্ত্রের সহযোগী।

ধর্মঘট :

এই সময়ের মধ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভারতে প্রায় ২৫০০ টি শ্রমিক ধর্মঘট হয়েছিল। এই সব ধর্মঘটে প্রায় ২০ লক্ষ শ্রমিক অংশ নিয়েছিল।

বিভিন্ন কৃষক আন্দোলন :

কৃষক আন্দোলনগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল বাংলার তেভাগা আন্দোলন, হায়দ্রাবাদের তেলেঙ্গানা বিদ্রোহ, ত্রিবাঙ্কুরের পুন্নাপ্রা-ভায়লরের গণ-সংগ্রাম প্রভৃতি।

তেভাগা আন্দোলন :